মনীষী চরিত

শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

বিশ্ববরেণ্য আহলেহাদীছ মনীষী 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২৪১-১৩২০ হিঃ) সোয়া লক্ষ ছাত্রের মাঝে যারা মুহাদ্দিছ রূপে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন শামসুল হক আযীমাবাদী। আহলেহাদীছ জামা'আতের গৌরব আল্লামা আযীমাবাদী লেখনী যুদ্ধের ময়দানে কুরআন-হাদীছের অস্ত্রে সমৃদ্ধ অতুলনীয় ইলমী মুজাহিদ ছিলেন। শিক্ষকতা, লেখনী, হাদীছের প্রচার-প্রসার ও প্রতিরক্ষা, ওয়ায-নছীহত এবং ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। কুরআন-সুন্নাহ্র এই অকুতোভয় সিপাহসালার সুনানে আবূদাঊদের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'গায়াতুল মাকছূদ' ও 'আওনুল মা'বূদ' রচনা করে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা ভারতবর্ষে সুন্নাহ্র খিদমতে আহলেহাদীছ মনীষীগণের নিরবচ্ছিন্ন অবদানের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে ইতিহাসের সোনালী পাতায়।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম মুহাম্মাদ শামসুল হক। উপনাম আবুত তাইয়িব। পিতৃ-মাতৃ উভয় দিক থেকেই তাঁর বংশপরিক্রমা প্রথম খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। 'আযীমাবাদ' যেলার দিকে নিসবত করে তাঁর নামের শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আযীমাবাদী শব্দটি যুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, আযীমাবাদের বর্তমান নাম পাটনা। প্রাচীন কালের ইতিহাসে এর আরও দু'টি নামের হদিস পাওয়া যায়। যথা- মোগধ এবং পাটলীপুত্র। প্রকৃতপক্ষে এটি ভারতের একটি প্রাচীন বড় শহর। এই শহরটি বর্তমানে বিহার রাজ্যের রাজধানী।[১] আবার কখনো কখনো তাঁর নামের শেষে 'ডিয়ানবী' শব্দটিও যুক্ত করা হয়। কেননা তিনি ডিয়ানওয়াঁয় লালিত-পালিত হন। উল্লেখ্য, ডিয়ানওয়াঁ পাটনা যেলার একটি ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামটি পাটনা শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার এবং ফতুহা রেলষ্টেশন থেকে প্রায় ৯৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।[২]

আল্লামা আযীমাবাদীর পরিবার মান-মর্যাদা, ঐশ্বর্য আভিজাত্য, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা ও নেতৃত্বের দিক থেকে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর বাবা আমীর আলী (১২৪২-১২৮৪ হিঃ) ধৈর্যশীল, দানশীল ও খুবই নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ধর্মীয় মাসআলা-মাসায়েল জানতেন। মা বিনতে গাওহার আলী (জন্মঃ ১২৪৯ হিঃ) সতি-সাধ্বী, ইবাদতগুযার ও ধৈর্যশীলা ছিলেন। ফরয ও নফল ছালাতের প্রতি ছিলেন যত্নবান। প্রত্যেক দিন তিন পারা এবং রামাযান মাসে প্রত্যহ ১০ পারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতেন এবং ই'তেকাফ করতেন। তিনি প্রত্যেক মাসে 'আইয়ামে বীযে'র নফল ছিয়াম পালন করতেন। তাঁর নানা গাওহার আলী (১২১৩-১২৭৮ হিঃ) অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ভাল কাজে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। ফকীর-মিসকীনদের জন্য তার দ্বার অবারিত ছিল। ওলামায়ে কেরামের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল প্রবাদতুল্য। তাঁর বাড়ীতে সর্বদা কয়েকজন আলেম অবস্থান করতেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহে তার দারুণ আগ্রহ ছিল।[৩]

জন্ম ও লালন-পালনঃ

আল্লামা আযীমাবাদী ২৭ যুলক্বা'দা ১২৭৩ হিঃ মোতাবেক ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে পাটনা যেলার রমনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বছর বয়সকালে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে ডিয়ানওয়াঁয় গমন করেন। আযীমাবাদীর বাবা আমীর আলীর মৃত্যুর পর মা, নানী ও বড় মামা মুহাম্মাদ আহসান (মৃঃ ১৩১০ হিঃ) তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্নেহময়ী মাতার কোলে স্নেহ-মমতায় ধর্মীয় পরিবেশে লালিত-পালিত হন। মামা ও নানী তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লামা আযীমাবাদী তাঁর মামা ও নানী সম্পর্কে বলেন, 'আমার উপর আমার বড় মামা মুহাম্মাদ আহসানের বড় অনুগ্রহ রয়েছে। যার ভারে আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আমি তা উল্লেখ করতে সক্ষম নয়। তিনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং আমার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তিনি তার প্রচেষ্টা ব্যয় করতেন। আমি আল্লাহ্র কাছে আশা করি যে, তিনি আমার ইলমের বদৌলতে আমাকে যে প্রতিদান দিবেন তার একটা অংশ আমার মামা ও নানীকে প্রদান করুন'।

তিনি যে পরিবেশে লালিত-পালিত হন তার প্রভাবে ছোটবেলা থেকেই সুন্নাহ্র অনুসরণের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার অনুসন্ধানকারী হন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমি আলীমুদ্দীন হুসাইন নগরনাহসাবী (মৃঃ ১৩০৬ হিঃ)-এর ওয়ায-নছীহত থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে সুন্নাহ্র ভালবাসা সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেন আমার বন্ধু তালাত্তুফ হুসাইন মুহিউদ্দীনপুরী নগরনাহসাবী (মৃঃ ১৩৩৪ হিঃ)। আল্লাহ তাদের উভয়কে উত্তম প্রতিদান দান করুন'।[৪]

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ১-২।*

২. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২-৩; ডঃ মোঃ আব্দুস সালাম, মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী: জীবন ও কর্ম, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ১৯৮৮ খৃঃ, পৃঃ ৭০।*

৩. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩-৬।*

৪. *ঐ, পৃঃ ৬-৭।*

শিক্ষা জীবনঃ

আল্লামা আযীমাবাদী কুরআন মাজীদ পাঠের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তিনি প্রথমে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম নগরনাহসাবীর (১২২৫-১২৮২হিঃ) কাছে ১২৭৯ হিজরীতে ৬ বছর বয়সে সূরা আলাক পাঠ করেন। অতঃপর হাফেয আছগার আলী রামপুরী ও ডিয়ানওয়াঁয় তাঁর মাতুলালয়ে অবস্থানকারী অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আছগার আলী রামপুরীর কাছে কুরআন মাজীদ খতম দেন। অতঃপর সাইয়েদ রাহাত হুসাইন বিথুভীর কাছে ফারসী গ্রন্থাবলী এবং শায়খ আব্দুল হাকীম শেখপুরীর (মৃঃ ১২৯৫ হিঃ) কাছে কতিপয় পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করেন।

ফারসীতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়াবলী লুৎফুল আলী বিহারীর (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ) কাছে পাঠ শুরু করেন। তাঁর কাছে তিনি আরবী ভাষার প্রাথমিক পুস্তক হ'তে শুরু করে আল্লামা জামী রচিত (মৃঃ ৮৯৮ হিঃ) 'কাফিয়া'র ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহে মুল্লা জামী', কুতবীর (মৃঃ ৭৬৬ হিঃ) 'শারহুশ শামসিয়াহ', মায়বুযীর (মৃঃ ৯১০ হিঃ) 'হেদায়াতুল হিকমাহ', সুনানে তিরমিযী, মোল্লা জীওনের (মৃঃ ১১৩০ হিঃ) 'নূরুল আনওয়ার', উছূলুশ শাশী প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইত্যবসরে তার মামা নূর আহমাদ ডিয়ানবীর কাছ থেকেও সম্ভবতঃ কিছু পাঠ গ্রহণ করেন। ১২৯১ হিজরী পর্যন্ত নিজ গ্রাম ডিয়ানওয়াঁয় উল্লেখিত ওলামায়ে কেরামের কাছে অধ্যয়ন করেন। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি শিক্ষার জন্য অন্য কোন জায়গায় সফর করেননি।[৫]

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাড়িঃ

নিজ গ্রামের ওলামায়ে কেরামের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের পর উচ্চশিক্ষার উদগ্র বাসনায় তিনি ১২৯২ হিজরীর প্রথম দিকে লক্ষ্ণৌতে গমন করেন। সেখানে গিয়ে পূর্ণ এক বছর অবস্থান করে মাওলানা ফযলুল্লাহ লক্ষ্ণৌবীর (মৃঃ ১৩১১ হিঃ) কাছে মানতেক ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১২৯৩ হিজরীর ২৬ মুহাররমে মুরাদাবাদে গিয়ে মুহাদ্দিছ কাযী বশীরুদ্দীন কন্নৌজীর (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ) কাছে এক বছর সময় পর্যন্ত অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করেন।[৬]

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ও দ্বিতীয়বার ভ্রমণঃ

তিনি ১২৯৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বাড়ী ফিরে এসে বিহার প্রদেশের ছাপড়ায় বসবাসকারী আব্দুল লতীফ ছিদ্দীক্বীর মেয়ের সাথে ১৫ রবীউল আউয়ালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের ১ মাস ৫ দিন পর তিনি দ্বিতীয়বার মুরাদাবাদে গিয়ে মুহাদ্দিছ কন্নৌজীর কাছে ইলমে বালাগাহ, মা'আনী, কুরআন মাজীদের তর্জমা ও মিশকাতুল মাছাবীহ অধ্যয়ন করেন এবং হাদীছের দুর্বোধ্যতা, সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত মাসআলায় ইলমী তাহকীকে নিয়োজিত হন। এরপর তিনি ১২৯৫ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে হাদীছ শিক্ষা লাভের বাসনায় শাহজাহানাবাদে (দিল্লী) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে এক বছর অবস্থান করে ইলমে হাদীছ ও তাফসীর শাস্ত্রে 'ইজাযাহ' (সনদ) লাভ করেন।[৭]

বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন ও তৃতীয়বার ভ্রমণঃ

১২৯৬ হিজরীর মুহাররম মাসের শেষের দিকে তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন এবং পাঠদান ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু মিয়াঁ ছাহেবের কাছ থেকে যে পরিমাণ জ্ঞান তিনি অর্জন করেন তাতে তাঁর উচ্চাভিলাষী মন পরিতৃপ্ত হয়নি। ফলে ১৩০২ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বার মিয়াঁ ছাহেবের কাছে গিয়ে দ্বিতীয় 'ইজাযাহ' লাভ করেন এবং ১৩০৩ হিজরীতে বাড়ীতে ফিরে আসেন। মোটকথা দিল্লীতে মিয়াঁ ছাহেবের কাছে তিনি বছর তিনেক অবস্থান করে কুরআন মাজীদের তর্জমা, তাফসীরে জালালাইন, কুতুবে সিত্তাহ, মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, সুনানে দারেমী, সুনানে দারাকুৎনী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী কৃত 'নুখবাতুল ফিকার ফী মুছত্বালাহি আহলিল আছার' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ সম্পূর্ণ এবং কতিপয় গ্রন্থের প্রথম ও শেষের কিছু অংশ অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সেখানে অনেক ফৎওয়াও লিপিবদ্ধ করেন।[৮]

১৩০২ হিজরীতে তিনি শায়খুল হাদীছ কাযী হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানীর (মৃঃ ১৩২৭ হিঃ) কাছে কুতুবে সিত্তাহ-র কিয়দংশ পাঠ করেন এবং 'ইজাযাহ' লাভ করেন।[৯]

হজ্জ আদায়ঃ

১৩১১ হিজরীতে আল্লামা আযীমাবাদী হজ্জব্রত পালনের দৃঢ় সংকল্প করেন। এতদুদ্দেশ্যে ১০ রজব নিজ গ্রাম ডিয়ানওয়াঁ থেকে হিজাযের পথে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে হজ্জব্রত পালন করেন এবং সেখানকার অনেক আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন ও 'ইজাযাহ' লাভ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. আল্লামা খায়রুদ্দীন আবুল বারাকাত নু'মান বিন মাহমূদ আল-আলূসী (মৃঃ ১৩১৭ হিঃ)।

২. শায়খ আহমাদ বিন আহমাদ বিন আলী আল-মাগরেবী আত-তিওনিসী অতঃপর আল-মাক্কী (মৃঃ ১৩১৪ হিঃ)।

৩. শায়খ ফালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আয-যাহেরী আল-মিহনাবী আল-মালেকী আল-মাদানী (১২৫৮-১৩২৮ হিঃ)।

---

৫. *ঐ, পৃঃ ৭-৯।*

৬. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ৮৭-৮৮।*

৭. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৯-১০।*

৮. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১০-১১; আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খৃঃ), পৃঃ ১২৬।*

৯. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১১।*

৪. আল্লামা কাযী আব্দুল আযীয বিন ছালেহ বিন মুরশিদ আল-হাম্বলী আশ-শারকী (মৃঃ ১৩২৪ হিঃ)।

৫. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান হাসবুল্লাহ আশ-শাফেঈ আল-মাক্কী (১২৩৩-১৩৩৫ হিঃ)।

৬. আল্লামা আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আস-সাররাজ আল-হানাফী আত-তায়েফী (মৃঃ ১৩১৫ হিঃ)।

৭. আল্লামা ইবরাহীম বিন আহমাদ বিন সুলাইমান আল-মাগরেবী অতঃপর আল-মাক্কী।

৮. শায়খ আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন ঈসা আল-হাম্বলী আশ-শারকী।

৯. আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাগরেবী অতঃপর আল-মাক্কী।

১০. শায়খ আহমাদ বিন ঈসা আন-নাজদী অতঃপর আল-মাক্কী আল-হাম্বলী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ)।

আল্লামা আযীমাবাদী হারামাইন শরীফাইনে ৬ মাস অবস্থান করে উল্লেখিত মুহাদ্দিছবৃন্দের কাছ থেকে ইলমে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করে ১৩১২ হিজরীর ১০ মুহাররম স্বদেশে ফিরে আসেন এবং পূর্বে যে সকল কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তাতে নিয়োজিত হন।[১০]

শিক্ষকতাঃ

আল্লামা আযীমাবাদী যখন ১২৯৬ হিজরীতে প্রথমবার তাঁর শিক্ষক মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে নিজ গৃহে ফিরে আসেন তখনই শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। তিনি নিজ গৃহেই একটি আদর্শ স্থানীয় আবাসিক মাদরাসা স্থাপন করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠদান শুরু করেন। কারণ বিহারের বড় বড় আলেমগণ তখন এর গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতেন এবং নিজ গৃহেই ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। আর শিক্ষার্থীরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসেই স্বীয় জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করত।[১১] দ্বিতীয়বার ১৩০২ হিজরীতে দিল্লী গিয়ে মিয়াঁ ছাহেব ও মুহাদ্দিছ হুসাইন বিন মুহসিন ইয়ামানীর কাছ থেকে হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে ১৩০৩ হিজরীতে স্বগৃহে ফিরে পুনরায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন।

তিনি ছাত্রদের জন্য স্বীয় বক্ষকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। ভারত ও ভারতের বাইরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা ভারতের বিভিন্ন যেলা থেকে এবং ইরান, বাগদাদ, আম্মান, নাজদ, আসীর ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহ থেকে তাঁর নিকটে এসে কয়েক মাস বা কয়েক বছর অবস্থান করে তাঁর জ্ঞানধারা থেকে তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতেন এবং বিশেষ করে হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে ধন্য হতেন। আল্লামা আযীমাবাদী তাদের আতিথ্য প্রদান করতেন, বই-পুস্তক, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন, তাদের অন্যান্য প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন, মাসোহারা প্রদান করতেন এবং তাদের সাথে কোমল আচরণ করতেন। মৃত্যু অবধি সুদীর্ঘ ৩০ বছরের অধিক তিনি শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময়ে অনেক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন-

১. আল্লামা আযীমাবাদীর ছেলে হাকীম মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৯৬০ খৃঃ)।

২. আযীমাবাদীর অপর ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়ূব ডিয়ানবী আযীমাবাদী (জন্মঃ ১৩০৫ হিঃ)।

৩. আল্লামা আযীমাবাদীর জীবন ও তার পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ইয়াদগারে গাওহারী' (উর্দূ)-এর রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মাদ যুবায়ের ডিয়ানবী (১২৯৪-১৩২৯ হিঃ)।

৪. শায়খ আব্দুল হামীদ সোহদারাভী (১৩০০-১৩৩০ হিঃ)।

৫. শায়খ আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী (মৃঃ ১৩৬২ হিঃ)।

৬. বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি, অনলবর্ষী বাগ্মী ও আহলেহাদীছ বিদ্বান শায়খ আবুল কাসেম সায়ফ বেনারসী (১৩০৭-১৩৬৯ হিঃ)।

৭. 'তানকীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মিশকাত' গ্রন্থের অন্যতম রচয়িতা মাওলানা আবূ সাঈদ শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১ খৃঃ)।

৮. মাওলানা ফযলুল্লাহ মাদ্রাজী (মৃঃ ১৩৬১/১৯৪২)।[১২]

বাগ্মী আযীমাবাদীঃ

ডিয়ানওয়াঁর শিক্ষায়তনে নিরলস অধ্যাপনা ছাড়াও ইসলামী জালসা, সভা-সমিতি এবং সেমিনার ও সম্মেলনে বক্তৃতা দান ছিল আযীমাবাদীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় তৎকালীন উপমহাদেশের পথভ্রষ্ট মুসলিম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট দুষ্টক্ষত শিরক, বিদ'আত, কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত আক্বীদা সমূলে উৎপাটনের জন্য তিনি বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা দান নিজের জন্য একটা অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য কর্তব্য রূপে নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন।[১৩] তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাওহীদ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাহর দিকে আহ্বান করতেন এবং কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের মাসলাকের আলোকে আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করতেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে ডিয়ানওয়াঁয় প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী আমল ও কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর পরিবারে প্রথম বিধবা বিবাহ চালু করেন। উল্লেখ্য, হিন্দুদের প্রভাবে তখন মুসলমানেরাও বিধবা বিবাহকে খারাপ মনে করত।

তাঁর প্রচেষ্টায় মানুষ বাতিল আক্বীদা ও জাহেলী আচার-আচরণ থেকে তওবা করে ছীরাতে মুস্তাক্বীমে ফিরে

১০. *ঐ, পৃঃ ১২-১৪।*
১১. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১০৮।*
১২. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৪-১৫; ২৬১-২৭৫।*
১৩. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ৩৯১।*

আসে। মেয়েরাও তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করতেন, তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে শারঈ মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিতেন।[১৪]

ফৎওয়া প্রদানঃ

আল্লামা আযীমাবাদী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে অধ্যয়নকালে ফৎওয়া লিখতেন। মিয়াঁ ছাহেব তরুণ ছাত্রদেরকে পাঠদানের পাশাপাশি ফৎওয়া লিখা শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন আসলে তিনি তা কতিপয় ছাত্রকে প্রদান করতেন। ছাত্ররা তাঁর জবাব লিখলে তা ঠিক করে দিতেন এবং ফৎওয়া লেখকের নাম অবশিষ্ট রেখে তাঁর উপর তাঁর সিল-মোহর মেরে দিতেন। আল্লামা আযীমাবাদী মিয়াঁ ছাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে দিল্লীতে অবস্থানকালে অনেক ফৎওয়া লিখেন। দুঃখের বিষয় সেগুলির যৎসামান্যই পাওয়া যায়। কারণ মিয়াঁ ছাহেবের নিজের লিখা ও তাঁর তত্ত্বাবধানে তার ছাত্রদের লিখিত যাবতীয় ফৎওয়া লেখনির সময় একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ফলে সেগুলির অধিকাংশ হারিয়ে যায়। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পর দুই খণ্ডে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে তাঁর যে ফৎওয়া সংকলন প্রকাশিত হয়, তা তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছর পূর্বে তদীয় পুত্র শরীফ হুসাইনের (১৩০৪ হিঃ) সংগৃহীত ফৎওয়ার বিন্যস্ত রূপ।[১৫]

এ ফৎওয়া সংকলনে আল্লামা আযীমাবাদীর কয়েকটি ফৎওয়াও রয়েছে। এতো গেল ছাত্র থাকা অবস্থায় ফৎওয়া লেখার কথা। পড়ালেখা শেষ করে ১৩০৩ হিজরী থেকে ১৩২৯ হিজরীতে মৃত্যু অবধি নিজ গ্রামে অবস্থানকালে তিনি অসংখ্য ফৎওয়া লিখেছেন। শায়খ আবুল কাসেম সায়ফ বেনারসী বলেন, 'তিনি অনেক ফৎওয়া লিপিবদ্ধ করেছেন; বরং এ কাজে তিনি তাঁর সকল সময় ব্যয় করতেন'।

পাটনার বিখ্যাত খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে 'তানকীহুল মাসায়েল' (تنقيح المسائل) নামে আল্লামা আযীমাবাদীর ফৎওয়া সংকলনের একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[১৬]

তাঁর ফৎওয়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. তিনি প্রত্যেক মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতেন অতঃপর তা গবেষণা করে সালাফে ছালেহীনের পদাংক অনুসরণ করতঃ কোন নির্দিষ্ট মাযহাব বা ইমামের 'তাক্বলীদ' বা অন্ধ অনুকরণ না করে তাথেকে জবাব বের করতেন। সকল মাযহাবের ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা করতেন এবং ওলামায়ে মুজতাহেদীন ও ফকীহ মুহাদ্দিছগণের মত উল্লেখ করতেন। সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মতকে প্রাধান্য দিতেন এবং হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি বর্ণনা করতেন, যাতে প্রত্যেক হাদীছের মান জানা যায়।

২. তাঁর ফৎওয়ায় তাফসীর, হাদীছ ও উহার ভাষ্য, অভিধান, রাবীদের জীবন রচিত, সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ থাকত। চাই এসব উৎস মুদ্রিত হৌক বা অমুদ্রিত।

৩. তিনি সহজ-সাবলীল ভাষায় ফৎওয়া লিখতেন এবং বিস্তারিতভাবে জবাবদান পছন্দ করতেন। চাই সে ফৎওয়া আরবী, ফার্সী বা উর্দূ যেকোন ভাষাতেই হৌক না কেন। জবাবদানের ক্ষেত্রে যদি বিরোধিত আসত তখন প্রথমে তা বর্ণনা করতেন অতঃপর তার প্রত্যুত্তর দিতেন। উর্দূতে ফৎওয়া প্রদান করলে কুরআন মাজীদের আয়াত, হাদীছ ও আরবী উদ্ধৃতিগুলির উর্দূ অনুবাদ করে দিতেন, যাতে যারা আরবী জানে না তারা সহজেই তা বুঝতে পারে।[১৭]

হাদীছ গ্রন্থাবলীর প্রচার-প্রসারঃ

ধর্মীয় গ্রন্থাবলী বিশেষ করে হাদীছ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে টীকা রচনা করে নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে বিতরণ করেন। সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে তিনি তাঁর ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮), হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃঃ ৭৫১), হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮), ইমাম যাকিউদ্দীন মুনযেরী (মৃঃ ৬৫৬) প্রমুখের অনেক গ্রন্থ মুদ্রণ করেন। তিনি মুনযেরীর 'মুখতাছারুস সুনান', ইবনুল ক্বাইয়িমের 'তাহযীবুস সুনান' ও সুয়ূত্বীর (মৃঃ ৯১১ হিঃ) 'ইস'আফুল মুবাত্তা বিরিজালিল মুওয়াত্ত্বা', সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে দারাকুৎনী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তাহক্বীক্ব ও তা'লীক করে প্রকাশ করেন।[১৮]

কাযী মুহাম্মাদ মিছলীশহরীর (মৃঃ ১৩১৪ হিঃ) হাদীছ সম্পর্কিত ২৫টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তার সন্তানদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। আল্লামা আযীমাবাদী নিজ খরচে সেগুলি ছাপানোর জন্য মিছলীশহরীর পুত্রদের কাছে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা দিতে রাযী হননি।[১৯] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীছের গ্রন্থাবলী প্রচার-প্রসারে তাঁর আগ্রহ কতটুকু ছিল।

সুন্নাহর প্রতিরক্ষায় আযীমাবাদীঃ

সুন্নাহর প্রতিরক্ষায় আল্লামা আযীমাবাদী অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যখনই সুন্নাহর প্রতি অথবা সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও মুহাদ্দিছগণের প্রতি আঘাত এসেছে তখনই তিনি প্রত্যুত্তর প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্য কিছুর পরোয়া করেননি। এ সম্পর্কে অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল-

১৪. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৫।*
১৫. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৬-১৭; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ইদারায়ে নূরুল ঈমান, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০ ভূমিকা দ্রঃ।*
১৬. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৯-২০।*
১৭. *ঐ, পৃঃ ২০-২১।*
১৮. *ঐ, পৃঃ ২১-২২।*
১৯. *ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পাকিস্তানঃ মারকাযী জমঈয়তে ত্বালাবায়ে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১ হিঃ/১৯৮১), পৃঃ ৩০৭-৯।*

১. ডঃ ওমর করীম পাটনাবী ও সাইয়েদ আব্দুল গফূর আযীমাবাদী মুহাদ্দিছগণের শানে বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও তাঁর জামে ছহীহ সম্পর্কে যখন বাজে মন্তব্য করেন, তখন তার জবাবদানের জন্য আযীমাবাদী স্বীয় ছাত্র আবুল কাসেম সায়ফ বেনারসীকে (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ) নিয়োজিত করেন এবং জবাবদান ও গ্রন্থ প্রকাশের সময় অর্থ ও গ্রন্থাবলী দিয়ে সহযোগিতা করেন। বেনারসী হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী (৪ খণ্ড), আল-আমরুল মুবরিম, মাউন হামীম, ছীরাতে মুস্তাকীম, আর-রীহুল আকীম, আল-উরজূনিল কাদীম প্রভৃতি গ্রন্থাবলী রচনা করে হাদীছ ও মুহাদ্দিছগণ সম্পর্কে পাটনাবী গংয়ের অজ্ঞতা ও শত্রুতার মুখোশ উন্মোচন করেন।[২০]

২. শিবলী নো'মানী 'সীরাতুন নু'মান' (ইমাম আবূ হানীফার জীবনী) রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি এমন কতগুলি শব্দ ব্যবহার করেন যা ইমাম বুখারীর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। ফলে ইমাম বুখারীর এমন একটি বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ লেখার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, যাতে নির্ভরযোগ্য উৎসের আলোকে ইমাম বুখারীর জীবনী, মুহাদ্দিছগণের মাঝে তাঁর স্থান ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে। সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব প্রদান করা হবে। বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (১২৮৯-১৩৪২ হিঃ) এ কাজে হাত দেন। আল্লামা আযীমাবাদী তাঁকে এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। তাঁর লাইব্রেরীতে মজুদ সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ব্যবহারের অনুমতি দেন। দূর-দূরান্তে পত্র লিখে উপাত্ত সংগ্রহে যারপরনাই সহায়তা করেন। শুধু তাই নয়, গ্রন্থটি ছাপার পর ১০০ কপি ক্রয়েরও অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[২১]

[চলবে]

২০. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৩।*

২১. *মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, সীরাতুল বুখারী (পাটনাঃ মাতবা' আহমাদী, ১৩২৯ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫-৬; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৩-২৪।*

২০০৬ সালে হজ্জ পালনকারীদের জন্য 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্যাকেজ সমূহ

'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল'-এর পক্ষ থেকে ২০০৬ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালনেচ্ছুদের সাদর আমন্ত্রণ। গত কয়েক বৎসর যাবৎ 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল' অত্যন্ত সাফল্যের সাথে হজ্জ পালনকারীদের নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বিজ্ঞ আলেমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ পালনেচ্ছুদের জন্য 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল' একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সউদী আরব ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই হাজী ছাহেবদের উন্নত সেবা দানের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে ইবাদতের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল' এ বৎসর বিশেষ প্যাকেজ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে।

প্যাকেজ পরিচিতি

❒ **ডিআইপিঃ** প্যাকেজের সময় ২০দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ৩ জানুয়ারী '০৬ ও ২৩ জানুয়ারী '০৬। সউদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,৭৬,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,৭০,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা- হারাম শরীফ থেকে ২৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত লিফট সম্বলিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লাট বাড়ী। যাতে রয়েছে গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা সম্বলিত এটাচ্ট বাথরুম ও প্রতি রুমে একটি করি ফ্রিজ।

মদীনা- মসজিদে নববীর ৩০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত থ্রী ষ্টার মানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। প্রতি রুমে ৪/৫ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। (অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে প্রতি রুমে ২ জন করে থাকার ব্যবস্থা আছে)। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

❒ **ওয়ান (এ)ঃ** প্যাকেজের সময় ২৬ দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ২৭ ডিসেম্বর '০৫ ও ২২ জানুয়ারী '০৬। সউদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,৪৫,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,৪০,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা-হারাম শরীফ থেকে ৩০০/৪০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লাট বাড়ী। যাতে রয়েছে গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা সম্বলিত এটাচ্ট বাথরুম ও প্রতি রুমে একটি করে ফ্রিজ। প্রতি রুমে ৪-৬ জন করে থাকার ব্যবস্থা।

মদীনা-মসজিদে নববীর ৩০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত উন্নতমানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। প্রতি রুমে ৪/৫ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। (অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে প্রতি রুমে ২ জন করে থাকার ব্যবস্থা আছে)। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

❒ **বি (টু)ঃ** প্যাকেজের সময় ৩০/৩৫ দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ১৫ ডিসেম্বর '০৫ ও ২৩ জানুয়ারী '০৬। সউদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,৩২,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,২৭,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা-হারাম শরীফ থেকে ৬/৭ মিনিটের দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লাট বাড়ী। সউদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। প্রতি ফ্লোরে একটি করে ফ্রিজ থাকবে। ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা থাকবে।

মদীনা- মসজিদে নববী হ'তে ৬ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত উন্নতমানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। সউদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

❒ **সি (থ্রী)ঃ** প্যাকেজের সময় ৩০/৩৫ দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ১৫ ডিসেম্বর '০৫ ও ২০ জানুয়ারী '০৬। সউদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,২৫,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,২০,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা-হারাম শরীফ থেকে ১২০০-১৩০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (লিফট ছাড়া) ফ্লাট বাড়ী। সউদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। প্রতি ফ্লোরে একটি করে ফ্রিজ থাকবে। ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা থাকবে।

মদীনা- মসজিদে নববী হ'তে ৬ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত উন্নত মানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। সউদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

প্রতি প্যাকেজের জন্য রুচিসম্মত উন্নতমানের খাদ্য ও যাতায়াতের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের সুব্যবস্থা আছে।

আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল
(লাইসেন্স নং- ১৪৭)
রেজিষ্ট্রাট অফিস
বায়তুল খায়ের ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
কর্পোরেট অফিস
৪৫, তোপখানা রোড, ঢাকা।
ফোনঃ ৭১৭০৩৪৬, ৭১৭১০৭৯

মোফাক্কার হোসেন
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬১৩৭৮; মোবাঃ ০১৭১-৫৭৮০৫৭।

আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ
বিভাগীয় পরিচালক (হজ্জ)
আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল
ফোনঃ ৮৯৬০৬০৪ (বিকাল ৩ টার পর)
মোবাইলঃ ০১৭৬-৩২৯৯২১
আকমাল হোসাইনঃ ০১৭২-৮৫৫১২৪
আকরামুজ্জামানঃ ০১৮৭-১২৯৮০৭

বা ইলাহগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে কেবল আল্লাহকেই এক মা'বূদ বানাতে চায়। তাই মুহাম্মাদকে আর এ সমাজে রাখা যাবে না। কেউ বলল- তাকে হত্যা কর, কেউ বলল তাকে শূলে চড়াও, ফাঁসি দাও, দেশ ছাড়া কর ইত্যাদি। এমনকি পাগল, যাদুকর ও জিনে ধরা ইত্যাদি বলতেও তারা লজ্জাবোধ করেনি। অতএব হক্বের প্রচার-প্রসারের কারণে হক্বপন্থীগণ বাতিলপন্থীদের নিকটে যুগে যুগেই ফিৎনাবাজ উপাধি পেয়েছেন। এটা কি আর নতুন কিছু?

বড়ই আফসোস! মানবাধিকারবাদীদের জন্য এরূপ চরম মুহূর্তেও আহলেহাদীছদের পক্ষে তারা টু শব্দটিও করেনি। তাহ'লে আমরা কোন্ যুক্তিতে বলতে পারি যে, পৃথিবীতে মানবাধিকার সংস্থা আছে? তবে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববৃহৎ ও সর্বশক্তিমান মানবাধিকারের উপর মযলূম আহলেহাদীছদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, সেটা হ'ল মহান আল্লাহ্র খাছ রহমতের মানবাধিকার। যার হাল ধরে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর যাবৎ তারা আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দেশের সরকারকে বলব, নিরপরাধ আলেমদের নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলেছেন। সময় এসেছে এসব মিথ্যার বেসাতি বন্ধ করে জাতির সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার। আপনাদের ঘুম না ভাঙলেও দেশের তাওহীদী জনতার ঘুম ঠিকই ভেঙ্গেছে। ইতিমধ্যেই দেশবাসী জানতে পেরেছে প্রকৃত সন্ত্রাসী ও বোমাবাজ কারা। অতএব আর কালক্ষেপণের কোন সুযোগ নেই। নির্দোষ নিরপরাধ আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে জাতির নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হউন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন- আমীন!!

ঢাকা শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. আহলেহাদীছ যুবসংঘ অফিস, ২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।
২. তাওহীদ পাবলিশার্স, ৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
৩. আহলেহাদীছ লাইব্রেরী, ২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।
৪. ফ্যাশন স্টোর (প্রোঃ মোঃ আবু জাহের প্রিন্স), বায়তুল মোকাররম মসজিদ দক্ষিণ গেইট, উৎসব বাস কাউন্টার।
৫. গুলিস্তান, ফুলবাড়ীয়া সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুমন)।
৬. গুলিস্তান গোলাপ শাহ্ মাযারের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণারস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ ছলিম উদ্দিন)।
৭. মতিঝিল স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাতে (প্রোঃ আব্দুল ওয়াহহাব)।
৮. মতিঝিল সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাতে (প্রোঃ মোঃ তাসলীম উদ্দীন)।
৯. জাতীয় প্রেসক্লাব এর পূর্ব পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ শু'আইব)।
১০. জাতীয় প্রেসক্লাব এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুজন)।
১১. দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ফুটপাতে (মোঃ কামাল হোসাইন)।
১২. পল্টন মোড়, দৈনিক সমাচার পত্রিকার অফিস সংলগ্ন ফুটপাতে, (মোঃ মিলন)।

মনীষী চরিত

শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

সাংগঠনিক জীবনঃ

জামা'আতবদ্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৪ হিজরীর ৬ই যুল'ক্বা'দা মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর যেসব সেরা ছাত্র বিহারের আরাহ্ যেলার 'মাদরাসা আহমাদিয়া'র বার্ষিক ইলমী সেমিনারে (مذاكره علميه) একত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, আল্লামা আযীমাবাদী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি এ সংগঠনের প্রথম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[২২]

চরিত্র ও গুণাবলীঃ

বহু গুণে গুণান্বিত আল্লামা আযীমাবাদী ছিলেন সালাফে ছালেহীনের উত্তম নমুনা। আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) বলেন,

وكان حليما، متواضعا، كريما، عفيفا، صاحب صلاح وطريقة ظاهرة، محبا لأهل العلم-

'তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, নম্র, দানশীল, সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্ট পথের অনুসারী এবং ওলামায়ে কেরামকে মুহাব্বতকারী'।[২৩]

সততা-সত্যবাদিতা, লজ্জাশীলতা, দানশীলতা, বিশ্বস্ততা, ধার্মিকতা ও আমানতদারিতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। মাওলানা আব্দুস সামী' মুবারকপুরী বলেন,

جمع علما وفقها وأدبا وفضلا، ونسكا وعبادة وكرما وأخلاقا حسنة، وخصال مرضية وسيرا محمودة... التزم على نفسه خدمة الدين، ونشر الإسلام، وإعلاء كلمة الله، وإحياء السنة والملة،

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

২২. *ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ৩৬৭-৬৮।*

২৩. *আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, নুযহাতুল খাওয়াতির (হায়দ্রাবাদঃ ১৯৭০), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮০।*

وإزالة المنكرات والبدعات المحدثة، يحب العلماء والصلحاء، ويحسن إليهم، وينفق عليهم من نفائس الاموال، وتطيب نفسه بلقائهم–

'তিনি বিদ্যা-বুদ্ধি, শিষ্টাচার, শ্রেষ্ঠত্ব, ইবাদত-বন্দেগী, দানশীলতা, উত্তম চরিত্র, সন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসনীয় স্বভাবের গুণকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি ইসলামের খিদমত, প্রচার-প্রসার, আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নতকরণ, সুন্নাহ ও মুসলিম মিল্লাতকে পুনরুজ্জীবিতকরণ, গর্হিত কর্ম ও নতুন সৃষ্ট বিদ'আত দূরীকরণকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। তিনি ওলামায়ে কেরাম ও নেককার লোকদেরকে ভালবাসতেন, তাদের প্রতি ইহসান করতেন, তাদের জন্য অমূল্য ধন-সম্পদ ব্যয় করতেন এবং তাদের সাথে সাক্ষাতে তাঁর আত্মা প্রফুল্ল হ'ত'।[২৪]

তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা, ফৎওয়া প্রদান ও ইবাদত-বন্দেগীতে সময় কাটাতেন। বিন্দুমাত্র সময় অযথা নষ্ট করতেন না। সর্বদা হক্ব কথা বলতেন। এক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করতেন না।[২৫]

তিনি কোন মাসআলা না জানলে কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতেন না। আবূদাঊদের বিশ্বখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'আওনুল মা'বূদ' রচনাকালে কতিপয় হাদীছের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ), আইনুল হক ফলওয়ারী (মৃঃ ১৩৩৩ হিঃ) ও হাফেয মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীকে (মৃঃ ১৩৩৬ হিঃ) জিজ্ঞেস করেন। অনুরূপভাবে তিনি সর্বদা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে পত্র লিখে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিতেন।

তিনি ওলামায়ে কেরাম ও লেখকদেরকে গ্রন্থ প্রণয়নে বই-পুস্তক ও অর্থ-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতেন। তাঁর দ্বার সকলের জন্য অবারিত ছিল। ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে ভীষণ খুশী হ'তেন এবং তাদেরকে আপ্যায়ন করতেন। তিনি বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষক ও ফারেগ হওয়া ছাত্রদেরকে গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থগুলির সন্ধান দিতেন। সাথে সাথে তাদেরকে একাজে সহায়তার জন্য মাসিক ভাতাও প্রদান করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতায় অনেকেই গ্রন্থ রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।[২৬]

তিনি তাঁর সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্য ধার দিতেন। এমনকি যেসব বই তাঁর লাইব্রেরীতে ২ কপি থাকত তার ১ কপি ফ্রি দিয়ে দিতেন।[২৭]

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাদরাসাসমূহকে তিনি বইপত্র ও অর্থ-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতেন। সম্ভবতঃ দেওবন্দ, সাহারানপুর, মীরাট, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের মাদরাসা সমূহের এমন কোন মাদরাসা ছিল না যেখানে তাঁর হাদিয়া পৌঁছেনি। বিশেষ করে তিনি মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর মাদরাসার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং বইপত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতেন।[২৮]

'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' ও 'মাকাতীবে নাযীরিয়াহ' সংকলনে অবদানঃ

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ফৎওয়া সংকলনের প্রথম চিন্তা মাথায় আসে আযীমাবাদীর। অতঃপর তিনি মিয়াঁ ছাহেবের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফৎওয়ার কপিগুলি তিরমিযী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরীকে হস্তান্তর করেন। তিনি আযীমাবাদীর তত্ত্বাবধানে সেগুলিকে দু'খণ্ডে বিন্যস্ত করেন। আযীমাবাদীর জীবদ্দশায় ১০০ ফর্মা পর্যন্ত এর কাজ সমাপ্ত হয়। দুর্ভাগ্য যে, তিনি এটি মুদ্রিত দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৩ হিঃ/১৯১৫ সালে দু'খণ্ডে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' সর্বপ্রথম দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[২৯]

এছাড়া তিনি সর্বপ্রথম মিয়াঁ ছাহেবের পত্রাবলী সংকলনেরও চিন্তা করেন। 'শাহনায়ে হিন্দ' পত্রিকায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'লে তিনি প্রথম সেই ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁর ছাত্র ও বন্ধুদের কাছ থেকে মিয়াঁ ছাহেবের পত্রাবলী সংগ্রহ করে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক সাইয়েদ আহমাদ হাসানের কাছে প্রেরণ করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মিয়াঁ ছাহেবের পত্রাবলীর ১ম খণ্ড 'মাকাতীবে নাযীরিয়াহ' নামে প্রকাশিত হয়।[৩০]

আযীমাবাদীর লাইব্রেরীঃ

আল্লামা আযীমাবাদী জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। বহির্ভারতে মজুদ হস্তলিখিত কপিগুলির অনুলিপি তিনি চড়া দামে ক্রয় করতেন এবং মিসর, বৈরুত, লাইডেন, জার্মানী, প্যারিস, লন্ডন প্রভৃতি স্থান থেকে মুদ্রিত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করতেন। এভাবে তাঁর লাইব্রেরীটি একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায় পরিণত হয়। তাফসীর, হাদীছ, ইতিহাস, ইলমুর রিজাল, সীরাত, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ও মানতিকের গ্রন্থাবলীতে তাঁর লাইব্রেরীটি ঠাসা ছিল। তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী তাঁর অধিকাংশ বই পাটনার বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে দান করে দেন। যেগুলি এখন Diyanwan Collection বা 'ডিয়ানওয়াঁ সংগ্রহ' নামে পরিচিত। কিছু বইপত্র নিয়ে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। অনেক বই হারিয়ে যায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লীর 'মাতবা' আনছারী' তাঁর কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশ করে।[৩১]

---

২৪. *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা ১-২ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), পৃঃ ৫৩৮-৩৯।*
২৫. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯ ও ৩১।*
২৬. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩২-৩৪।*
২৭. *ঐ, পৃঃ ৩৫, ৪০।*
২৮. *ঐ, পৃঃ ৪২।*
২৯. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৫ ও ৫১ পৃঃ (ভূমিকা দ্রঃ); হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩৬; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৫।*
৩০. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩৭।*
৩১. *ঐ, পৃঃ ৫৬-৫৭, ৬০।*

রোগ ভোগ ও মৃত্যুঃ

১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ করে বিহার প্রদেশের পাটনা যেলায় প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এতে বহু লোক মারা যায়। ১৩২৯ হিজরীর ১৩ রবীউল আউয়াল মোতাবেক ১৫ মার্চ ১৯১১ সালে আযীমাবাদী প্লেগে আক্রান্ত হন এবং আক্রান্ত হওয়ার ৬ দিন পর ১৯ রবীউল আউয়াল ১৩২৯ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ সালের ২১ মার্চ মঙ্গলবার ভোর ৬-টায় মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৩২]

কলম সৈনিক আযীমাবাদীঃ

আযীমাবাদী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট অধ্যয়নকালেই ফৎওয়াদান ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। মিয়াঁ ছাহেব তাঁকে হাদীছের গ্রন্থাবলীর ভাষ্য প্রণয়ন, তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্ব (টীকা) এর ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এসব খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৩০২ হিজরী থেকে ১৩২৯ হিজরী পর্যন্ত সময়ে তিনি আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় প্রায় ৩০টি গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৩] নিম্নে তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লঃ

১. গায়াতুল মাকছূদ ফী হাল্লে সুনানে আবীদাঊদঃ

এটি সুনানে আবূদাঊদের বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ। তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদীর (মৃঃ ১৩৩৪ হিঃ) তত্ত্বাবধানে এর শুধুমাত্র ১ম খণ্ড দিল্লীর 'মাতবা' আনছারী' বা আনছারী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। সেখানে প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি। তবে ১৩০৫ হিজরীর পূর্বে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রতীতি জন্মে। কারণ ১৩০৫ হিজরীতে প্রকাশিত আযীমাবাদী রচিত 'ই'লামু আহলিল আছর বিআহকামি রাক'আতায়িল ফাজর (إعلام أهل العصر بأحكام ركعتى الفجر) গ্রন্থে জানানো হয়েছিল যে, 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবে'।[৩৪]

ওলামায়ে কেরামের মাঝে প্রচলিত আছে যে, তিনি ৩২ খণ্ডে এ ভাষ্যগ্রন্থটি সমাপ্ত করেন।[৩৫] আবার কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি ১৩০৫ হিজরীতে এটি সমাপ্ত করেন। অতঃপর ১৩১১ হিজরীতে হজ্জ আদায় করতে গেলে এ গ্রন্থ রচনার কারণে আরবের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে 'ইজাযা' (সনদ) লাভ করেন। এসব ধারণা একটি সূক্ষ্ম ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে- খতীব বাগদাদীর (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বিভাজন অনুযায়ী সুনানে আবূদাঊদ ৩২ 'জুয' বা খণ্ডে বিভক্ত। আযীমাবাদী ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক জুযের ভাষ্য লিখার ইচ্ছা করেন। এথেকে ওলামায়ে কেরাম বুঝে নেন যে, ভাষ্যগ্রন্থটি ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। অথচ তিনি পরবর্তীতে সেটি সমাপ্ত করতে পারেননি। আযীমাবাদীর জীবন ও কর্মের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু'-এর রচয়িতা মুহাম্মাদ উযাইর সালাফীর গবেষণালব্ধ মতানুযায়ী তিনি খতীব বাগদাদীর বিভাজন অনুযায়ী ২১ 'জুয' অর্থাৎ 'মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার দো'আ' অনুচ্ছেদ (باب فى الدعاء للميت إذا وضع فى قبره) পর্যন্ত ব্যাখ্যা লেখা সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন।[৩৬]

আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ তাঁর 'জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহ্হারাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পাটনার খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর তিন খণ্ড পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এগুলি আযীমাবাদীর পৌত্র আব্দুর রাকীব, আব্দুল কুদ্দূস মুহাম্মাদ নাযীর, মুহাম্মাদ উযাইর শামসুল হক, মুহাম্মাদ ইলইয়াস ও আব্দুল কাবীর মুবারকপুরীর সহযোগিতায় প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত করেছেন।[৩৭] ফালিল্লাহিল হামদ।

উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম তাঁর পি-এইচ.ডি. থিসিসে উল্লেখ করেছেন যে, 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর ২য় ও ৩য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তিনি পাটনার ওরিয়েন্টাল খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে দেখেছেন। উক্ত খণ্ড দু'টিতে باب فى باب وقت ترك الوضوء مما مست النار থেকে صلاة النبى صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها পর্যন্ত হাদীছের ব্যাখ্যা রয়েছে।[৩৮]

গ্রন্থটি রচনার কারণ সম্পর্কে আযীমাবাদী নিজেই বলেছেন, 'ইমাম, হাফেয ও শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলেমীন আবূদাঊদ আস-সিজিস্তানীর (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) সুনান গ্রন্থটি একটি সূক্ষ্ম গ্রন্থ। এর দুর্বোধ্যতা বিশ্লেষণ করা ছাত্রদের জন্য বেশ কঠিন। সালাফে ছালেহীন এটির বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগ্রন্থ এবং হাশিয়া (পাদটীকা) রচনা করেছেন। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষের কাছে এর ভাষ্যগুলির মধ্যে এমন কোন ভাষ্য নেই যেটি ইঙ্গিতগুলিকে বিশ্লেষণ করবে এবং দুর্বোধ্য বিষয়গুলিকে খুলে দিবে। তাই আমি এ গ্রন্থটির সকল হাদীছের ব্যাখ্যা লিখার ইচ্ছা করেছি। যেটি তার ইঙ্গিতগুলিকে বিশ্লেষণ করবে, তার জ্ঞানভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করবে এবং পাঠকের কাছে যা দুর্বোধ্য তা ব্যাখ্যা করবে। গ্রন্থটি ব্যাখ্যাকরণে আমি চূড়ান্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছি এ আশায় যে, আমি ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা (হাদীছ) শ্রবণ করে তা

৩২. *ঐ, পৃঃ ৬১-৬৩।*
৩৩. *ঐ, পৃঃ ৬৯।*
৩৪. *ঐ, পৃঃ ১৭৭-৭৮।*
৩৫. *ইমাম খান নওশাহরাবী, হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত (লাহোরঃ মাকতাবায়ে নাযীরিয়াহ, ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ২৮; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৭।*
৩৬. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৭৯-১৮১।*
৩৭. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৬-১২৭।*
৩৮. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১৭৬।*

যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে। অতঃপর যেভাবে শ্রবণ করেছে সেভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে'। কুতুবে সিত্তাহর সংকলকগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর আমি লুলুয়ির (اللؤلؤى) কপিকে বেছে নিয়েছি। কারণ সেটি আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। আমি এই বরকতময় ভাষ্যটির নামকরণ করেছি 'গায়াতুল মাকছূদ ফী হাল্লে সুনানে আবীদাঊদ'।[৩৯]

এ ভাষ্যটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. এটির প্রথম খণ্ডের শুরুতে গ্রন্থকার সুনানে আবূদাঊদ ও ইমাম আবূদাঊদ সম্পর্কিত একটি মূল্যবান ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪০]

২. এতে তিনি সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেকটি হাদীছের বিস্তারিত ও বিভিন্নমুখী শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অতঃপর এই ব্যাখ্যাকৃত হাদীছ থেকে আহরিত ও আবিষ্কৃত ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করেছেন। এই সঙ্গে তিনি স্বীয় নিপুণ ও বলিষ্ঠ কলমের মাধ্যমে হাদীছ সমূহের দুর্বোধ্যতা ও জটিলতাকে সরল ও সহজবোধ্য করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। উপরন্তু এর অপরিচিত, অপ্রচলিত ও শ্রুতিকটু শব্দ সম্ভারকে তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন যে, এতে করে হাদীছের অন্তর্নিহিত মর্মার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে।[৪১]

৩. এ ভাষ্যগ্রন্থে তিনি মুজতাহিদগণের মতানৈক্য এবং মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলে তাঁদের প্রত্যেকের মতামত দলীল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলিষ্ঠ দলীলের মাধ্যমে যা তাঁর কাছে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে সে মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সাথে সাথে বিরোধীরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে তার জবাব দিয়েছেন।

৪. ব্যাখ্যাকার সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেক রাবীর (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি, বংশপরিক্রমা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে জারহ-তা'দীল (হাদীছ সমালোচনা শাস্ত্র) বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত এতদ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

৫. হাদীছের 'সনদ' বা 'মতনে' (Text) 'ইযতিরাব' বা গোলমাল থাকলে ব্যাখ্যাকার তা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

৬. সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেক হাদীছের ব্যাখ্যা শেষে উহার তাখরীজ করেছেন এবং ছহীহ-যঈফ বর্ণনা করেছেন।

৭. বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধনের একাধিক উপায় বর্ণনা করেছেন।

৮. সুনানে আবূদাঊদ ও হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থাবলির ব্যাখ্যাকারদের পক্ষ থেকে যেসব ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি উল্লেখ করতঃ সঠিক বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

৩৯. *গায়াতুল মাকছূদ ১/২ পৃঃ।*
৪০. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৭।*
৪১. *মা[illegible] হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১৮-৩।*

৯. ব্যাখ্যা প্রদানের সময় ঐ সমস্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যেগুলি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাথে সাথে কোন কোন ইমাম সেগুলি বর্ণনা করেছেন তা হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার স্তর সমূহ সহ উল্লেখ করেছেন।[৪২]

আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) ভাষ্যটি সম্পর্কে বলেন, 'ভারতীয় আলেমগণ কর্তৃক রচিত সুনানে আবূদাঊদ-এর সমস্ত শরাহ এর মধ্যে 'গায়াতুল মাকছূদ' হচ্ছে শীর্ষস্থানীয়।[৪৩]

খলীল আহমাদ সাহারানপুরী হানাফী বলেন,

رأيت جزءا واحدا من الشرح الذى ألفه أبو الطيب شمس الحق، المسمى بغاية المقصود، فوجدته لكشف مكنوزاته كافلا، وبجميع مخزوناته حافلا، فلله دره، قد بذل فيه وسعه، وسعى سعيه

'আবুত তাইয়িব শামসুল হক 'গায়াতুল মাকছূদ' নামে যে ভাষ্যটি লিখেছেন তার এক খণ্ড দেখে সেটিকে আমি এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, উহা সুনানে আবূদাঊদের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত করেছে। তিনি কত যোগ্য! এ ভাষ্য প্রণয়নে তিনি তাঁর সামর্থ্য ব্যয় করেছেন এবং প্রয়াস চালিয়েছেন'।[৪৪]

২. আওনুল মা'বূদ (عون المعبود)ঃ

সুনানে আবূদাঊদের সংক্ষিপ্ত অথচ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ভাষ্য হচ্ছে 'আওনুল মা'বূদ'। এটি আযীমাবাদী রচিত আবূদাঊদের বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।[৪৫] এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে স্বীয় ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ ডিয়ানবী আযীমাবাদীর (১২৭৫-১৩২৬ হিঃ) নাম লিখিত থাকায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ভ্রান্ত ধারণার ধূম্রজাল সৃষ্টি হয় যে, এটি তার ছোট ভাইয়ের রচিত। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটি আযীমাবাদীর নিজস্ব রচনা। এটি রচনাকালে তিনি স্বীয় ছোট ভাই ছাড়াও তিরমিযী শরীফের জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ), আযীমাবাদীর পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৯৬০ খৃঃ), মাওলানা আব্দুল জব্বার বিন নূর আহমাদ ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৯৭-১৩১৯ হিঃ), কাযী ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (১২৮৫-১৩৫২ হিঃ), তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ক অনন্য গবেষণা গ্রন্থ 'আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ' (উর্দূ)-এর রচয়িতা হাফেয মুহাম্মাদ বিন কিফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খৃঃ) ও মুহাম্মাদ পিশাওয়ারীর (মৃঃ ১৩১০হিঃ) সহযোগিতা নেন।[৪৬] আযীমাবাদী তাঁর ছোট

৪২. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৮৭-১৯০; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৭-১২৮।*
৪৩. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১৯০। গৃহীতঃ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন হিন্দুস্তান মেঁ, পৃঃ ২১৭।*
৪৪. *বাযলুল মাজহূদ ১/১।*
৪৫. *হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ৪৪।*
৪৬. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৮; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩৩, ১৪৯-৫০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে সুনানে আবীদাঊদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি), ১৪শ'-খণ্ড, পৃঃ ১৪৭-৪৮।*

ভাই আশরাফকে অত্যধিক ভালবাসতেন বলেই 'আওনুল মা'বূদ'-এর প্রথম দু'খণ্ডকে তার দিকে সম্পর্কিত করেছিলেন।[৪৭]

এ ভাষ্যটি রচনার কারণ হচ্ছে, সুনানে আবূদাঊদের বিশদ ভাষ্য 'গায়াতুল মাকছূদ' রচনাকালে আযীমাবাদী উপলব্ধি করেন যে, এ কাজ হবে অত্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী। এটি স্বীয় জীবদ্দশায় হয়তবা সমাপ্ত করে যেতে পারবে না। এ চিন্তার ফলেই তিনি আবূদাঊদের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যগ্রন্থ 'আওনুল মা'বূদ' রচনায় হাত দেন এবং সুদীর্ঘ সাত বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এটি সমাপ্ত করেন।[৪৮] এদিকে ইঙ্গিত করে সাইয়েদ শাহজাহান দেহলভী একটি উর্দূ কবিতায় বলেন,

ہوئی ہے سات سال میں تیار × جان ودل، مال وزرکھپانے سے

অর্থঃ 'দীর্ঘ সাত বছরের আত্মিক ত্যাগ ও ধন-দৌলত ব্যয়ের বিনিময়ে এটি সম্পন্ন হয়েছে'।[৪৯]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'গায়াতুল মাকছূদ' অত্যন্ত বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ হওয়ায় ছাত্ররা তা অধ্যয়ন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামের অধ্যয়নের সহজবোধ্যতার দিকে খেয়াল করেই 'আওনুল মা'বূদ' রচনা করা হয়।[৫০]

'আওনুল মা'বূদের' প্রথম তিন খণ্ড মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হ'লে তিনি তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৫১]

বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান, জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন ইয়ামানী (মৃঃ ১৩২৭ হিঃ) ভাষ্যটি সম্পর্কে বলেন, فهذا شرح لم ينسج فى هذا الزمان على منواله، ولم يحم أحد من أهل هذا الوقت على شكله ومثاله– 'এটি এমন একটি ভাষ্য যে, এ যুগে এর ধাঁচে কোন ভাষ্য রচিত হয়নি এবং এ যুগের কেউ এ ধরনের ভাষ্য রচনা কামনাও করতে পারে না'।[৫২]

শায়খ মুহাম্মাদ মুনীর আদ-দিমাশকী (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ) বলেন, كل من جاء بعده من شيوخ الهند وغيره استمدوا من شرحه 'ভারত ও ভারতের বাইরের যেসকল আলেম তার পরে এসেছেন তাঁরা সবাই তাঁর ভাষ্য থেকে আহরণ করেছেন'।[৫৩]

আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, وهذا الكتاب لايوجد له مثيل فى شروح السنن 'সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্যগুলির মাঝে এর সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না'।[৫৪]

তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদী বলেন, وهوكاف لحل مغلقات الكتاب ولكشف مقاصده، ومغن عما سواه من الشروح– 'সুনানে আবূদাঊদের জটিলতা নিরসন ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে 'আওনুল মা'বূদ' যথেষ্ট এবং উহা ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য থেকে অমুখাপেক্ষীকারী'।[৫৫]

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ভাতিজা মাওলানা আব্দুল হাফীয দেহলভী বলেন,

فهذا الشرح شرح فخيم ماجاء أحد من الشراح بهذا المنوال، ما من نكتة إلا أودعه المصنف فيه، وما من مشكلات الأسانيد إلا بين وجهه فيه.

'এটি একটি চমৎকার ভাষ্য। এর ধাঁচে কোন ভাষ্যকারই সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্য রচনা করতে পারেননি। গ্রন্থকার এতে প্রত্যেকটি ইলমী মাসায়েল গচ্ছিত রেখেছেন এবং সনদের মুশকিল বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন।[৫৬]

শায়খ আব্দুল মান্নান ওযীরাবাদী বলেন,

كتاب لم يؤلف مثله فى هذه الأوان، ولم ترمثله العيون، كيف وما كان وهوتأليف لطيف، يؤلف القلوب، لطيف الألفاظ على أحسن الأسلوب، إن هذا لهو التأليف الذى يفتخربه العالمون، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

'এটি এমন একটি গ্রন্থ, যার সদৃশ কোন গ্রন্থ এ যুগে রচিত হয়নি এবং এরূপ ভাষ্য চক্ষু দেখেনি। আর কেনইবা তা হবে না। এটি চমৎকার রচনা। এটি হৃদয়সমূহকে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে আবদ্ধ করে। চমৎকার রচনাশৈলীর সাথে সাথে চমৎকার শব্দাবলী। এটি এমন ভাষ্য, যার দ্বারা ওলামায়ে কেরাম গর্ববোধ করতে পারেন এবং এরূপ কর্ম সম্পাদনে আগ্রহীরা যেন তৎপর হন'।[৫৭]

আবুল হাসান নাদভী হানাফী (রহঃ) বলেন,

ولعلماء الهند فى هذا العصر مؤلفات جليلة فى فنون الحديث وشروح لأمهات كتبه تلقاها العلماء بالقبول، منها "عون المعبود فى شرح سنن أبى داود"... و"تحفة الأحوذى فى شرح سنن الترمذى"

৪৭. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৪৮।*
৪৮. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯।*
৪৯. *আওনুল মা'বূদ ১৪/১৫৭ পৃঃ।*
৫০. *ঐ, ১৪/১৫১, ১৫৩।*
৫১. *ঐ, ১৪/১৪৮, ১৫৫।*
৫২. *ঐ, ১৪/১৫০ পৃঃ।*
৫৩. *মুহাম্মাদ মুনীর আদ-দিমাশকী, নামূযাজ মিনাল আ'মালিল খায়রিইয়াহ (মিসরঃ ইদারাতুত তিবা'আতিল মুনীরিইয়াহ, তাবি), পৃঃ ৬২৭।*
৫৪. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯।*
৫৫. *আওনুল মা'বূদ ১৪/১৪৭।*
৫৬. *ঐ, ১৪/১৫৫-৫৬।*
৫৭. *ঐ, ১৪/১৫৮।*

للعلامة عبد الرحمن المباركفورى، ... و "مرعاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح" لشيخ الحديث مولانا عبيد الله المباركفورى-

'এ যুগে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন বিষয়ে এবং হাদীছের উৎসগ্রন্থগুলির ভাষ্য প্রণয়নে ভারতের ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে, যেগুলিকে ওলামায়ে কেরাম সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ', আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রচিত সুনানে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' এবং শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী রচিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' অন্যতম'।[৫৮]

আলোচ্য ভাষ্যটি অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. এ ভাষ্যগ্রন্থটি 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর মত বিস্তৃত নয়। এ গ্রন্থে তিনি সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছেন। সাধারণত মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলে 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর মত বিস্তারিত আলোচনা করেননি। এতদসত্ত্বেও গ্রামে জুম'আ আদায়, ঈদায়নের তাকবীর, তিন তালাক, গায়েবানা জানাযা, নারীশিক্ষা, মুজাদ্দিদ ও তাজদীদ সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাখ্যা, কিয়ামতের আলামত, সীরাত ইবনে ইসহাকের লেখক মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত ও সেগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৫৯]

২. ভাষ্যকার প্রথমতঃ সুনানে আবূদাঊদের প্রত্যেকটি হাদীছের কতিপয় ইবারত বা শব্দ উল্লেখ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি শব্দটি অপরিচিত বা দুর্বোধ্য হয় তাহ'লে তার অর্থ বর্ণনা করেছেন।

৩. সনদের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তিনি কি বিশ্বস্ত রাবী, না দুর্বল রাবী সে ব্যাপারে সমালোচক মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[৬০]

৪. যদি হাদীছ থেকে কোন মাসআলা উদ্ভাবিত হয় তবে তা উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে সে মাসআলায় ইমামগণের মতভেদ দলীলসহ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

৫. সুনানে আবূদাঊদের হাদীছের তাখরীজের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যাতে হাদীছটি অন্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে কি-না তা জানা যায়। এক্ষেত্রে হাফেয যাকিউদ্দীন মুনযেরীর বেশী উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। যেমন- 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে'- এ হাদীছের তাখরীজে তিনি মুনযেরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, قال المنذرى: والحديث أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه. 'মুনযেরী বলেন, হাদীছটি ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন'।[৬১]

৬. কখনো কখনো হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদানের পরে সে যুগে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরক্বা ও তাদের আক্বীদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। যেমন- الملاحم। অধ্যায়ে 'দাজ্জালের আবির্ভাব' অনুচ্ছেদে কিয়ামতের প্রাক্কালে ঈসা (আঃ)-এর আসমান থেকে অবতরণের হাদীছের (নং ৪৩১৪) ব্যাখ্যা উল্লেখের পর মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর কাদিয়ানী মতবাদ ও ঈদৃশ নেচারিয়া মতবাদের মাঝে সম্পর্ক, তাদের ইতিহাস, আক্বীদা এবং তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিরোধে বশীরুদ্দীন কন্নৌজী, মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন লাহোরী, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী, কাযী হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬২]

অন্য আরেক জায়গায় তিনি তদানীন্তন সময়ে মাহদী সংক্রান্ত লোকদের ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, শী'আরা ধারণা করে হাদীছ সমূহে উল্লেখিত মাহদী হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসকারী। তিনি অদৃশ্য আছেন। অচিরেই এ জগতে আবির্ভূত হবেন। নিঃসন্দেহে এটি তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা। এর কোন দলীল নেই। এই ধারণার নিকটবর্তী আরো একটি কু-ধারণা ভারতের অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান এবং কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। আর তা হ'ল- বালাকোটে শাহাদত বরণকারী সাইয়েদ আহমাদ শহীদ হচ্ছেন হাদীছ সমূহে উল্লিখিত মাহদী। তিনি বালাকোটে শাহাদত বরণ করেননি; বরং লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। তিনি এখনো এ জগতে জীবিত আছেন। অনেকে আরো বাড়াবাড়ি করে বলত যে, আমরা তাঁকে মক্কা মুকাররমায় তওয়াফ করতে দেখেছি। এরপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তারা আরো ধারণা করত যে, কালপরিক্রমায় তিনি আবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। ফলে দুনিয়া ন্যায়পরায়ণতায় ভরে যাবে।

ভাষ্যকার আযীমাবাদী বলেন, 'এটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ শাহাদত বরণ করেছেন এবং শহীদগণের মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাননি। এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল ঘটনাই মিথ্যার বেসাতিপূর্ণ, বানোয়াট'।[৬৩]

৭. 'আওনুল মা'বূদ'-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থকার সুনানে আবূদাঊদের 'মতন' (Text) শুদ্ধকরণ

৫৮. *আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদভী, আল-মুসলিমূনা ফিল হিন্দ (লক্ষ্ণৌঃ নাদওয়াতুল ওলামা, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৪১।*

৫৯. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯।*

৬০. *দ্রঃ আওনুল মা'বূদ ২/৯৬, ১১/৩৩৬।*

৬১. *ঐ, ২/৯৫।*

৬২. *ঐ, ১১/৩১২-১৪।*

৬৩. *ঐ, ১১/২৪৭-৪৮।*

এবং মজুদ কপিগুলির সাথে উহার তুলনাকরণে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ফলে 'আওনুল মা'বূদ'-এর সাথে মুদ্রিত সুনানে আবূদাঊদের মতনটি হয়েছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতন

(وأكبر ميزة عون المعبود أن المصنف بالغ في تصحيح متن السنن ومقابلته بالنسخ الموجودة بحيث صار المتن المطبوع مع العون أصح متن للسنن).[৬৪]

উল্লেখ্য, তদানীন্তন সময়ে সাধারণ লোক তো দূরের কথা বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের কাছেও সুনানে আবূদাঊদের বিশুদ্ধ কপি ছিল না। মিসর ও ভারত থেকে এটি অনেকবার প্রকাশিত হ'লেও তাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছিল। আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বহু কষ্ট করে বিভিন্ন কপির সাথে মিলিয়ে সুনানে আবূদাঊদের একটি বিশুদ্ধ কপি তৈরী করেছিলেন এবং আদ্যোপান্ত প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীও রচনা করেছিলেন। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে এর একটি কপি ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তা হারিয়ে যায়। মিয়াঁ ছাহেব এর জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হ'তেন এবং বলতেন, لو وجدت ذلك الكتاب عند أحد اشتريته منه بأغلى ثمن مع عجزي وفقري وقلة بضاعتي. 'যদি আমি কারো কাছে ঐ গ্রন্থটি পেতাম, তবে আমার অক্ষমতা, দরিদ্রতা ও সম্পদহীনতা সত্ত্বেও তা তার কাছ থেকে চড়া মূল্যে ক্রয় করতাম'। মিয়াঁ ছাহেবের মুখ থেকে একথা শুনে আল্লাহ তা'আলা আযীমাবাদীর মনে সুনানে আবূদাঊদের খিদমত করার আগ্রহ সৃষ্টি করেন। তিনি সুনানে আবূদাঊদের একটি বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করার জন্য উহার ১১টি কপি সংগ্রহ করেন। এই ১১টি কপির আলোকে তিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে সুনানে আবূদাঊদের একটি নির্ভরযোগ্য কপি প্রস্তুত করেন এবং প্রথমতঃ 'গায়াতুল মাকছূদ' তারপরে 'আওনুল মা'বূদ' রচনায় প্রবৃত্ত হন'।[৬৫]

সর্বোপরি আল্লামা আযীমাবাদী বলিষ্ঠ দলীলের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে যেসব মত তাঁর নিকট প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়েছে সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে গোঁড়ামী ও তাক্বলীদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত থেকে খোলা মনে সালাফে ছালেহীনের পদাংক অনুসরণ করত হাদীছের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। ফলে এটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। ভারত, মদীনা মুনাওওয়ারাহ, বৈরুত প্রভৃতি স্থান থেকে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বৈরুতের 'দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া' থেকে ১৪ খণ্ডে (২ খণ্ড সূচীপত্র ব্যতীত) এর একটি চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

[চলবে]

৬৪. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৯-৩০।*
৬৫. *আওনুল মা'বূদ ১৪/১৩৭,১৪৫-১৪৭।*

অর্থনীতির পাতা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যবসানীতি

*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান**

ইসলাম নিছক একটি ধর্মের নাম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তেমনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিছক একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নন; বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ও দিক নির্দেশক। মানুষের জীবন চলার পথে প্রয়োজনীয় যেসব বিষয় আবর্তিত হ'তে পারে তার মধ্যে এমন একটি দিক ও বিষয়ও নেই যে সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) সুস্পষ্ট, সুন্দর ও কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা প্রদান করেননি। মূলতঃ তিনি যা বলেছেন তা আল্লাহ্রই কথা এবং যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই দিয়েছেন। তিনি যে নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন সে নীতিমালার প্রণেতা ও স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অতএব তা পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত, কল্যাণকর তথা মানব সভ্যতার উপযোগী হবে এটাই স্বাভাবিক। কোন্ পথে চললে, কি নীতিমালা অনুসরণ করলে এবং কোন্ দিক-নির্দেশনার আলোকে জীবন পরিচালনা করলে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত সফলকাম হবে, শান্তিময় হবে- সে বিষয়টি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। নবী করীম (ছাঃ) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য যেসব বিধান বাতলে দিয়েছেন, নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন, সেগুলি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরাও সফলকাম হব, স্বার্থক হবে আমাদের জীবন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যবসায়িক জীবনে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। শুধু নীতিবাক্য দিয়ে নয়; বরং বাস্তব জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে যে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত ও অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন, তা আজকের ব্যবসায়ী সমাজ মেনে চললে ব্যবসার অঙ্গনে ফিরে আসবে শৃঙ্খলা, কেটে যাবে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়। নিম্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত কয়েকটি ব্যবসায়িক নীতি তুলে ধরা হ'লঃ

১. সন্দেহজনক সম্পদ বা কাজ পরিহারঃ হালাল ও হারাম বস্তু সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা এসেছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে। এ দু'য়ের মধ্যে কিছু বিষয় বা বস্তু রয়েছে, যা সন্দেহজনক ও সংশয়পূর্ণ। প্রিয় নবী করীম (ছাঃ) এসব সন্দেহজনক বস্তু থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। পরিহার করতে বলেছেন সকল সংশয়পূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন,

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

* সদস্য সচিব, শরী'আহ কাউন্সিল, আল-আ[illegible]
জেনারেল, সেন্ট্রাল শরী'আহ বোর্ড ফর ইসলা[illegible]

মনীষী চরিত

শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

৩. আত-তা'লীকুল মুগনী আলাদ-দারাকুৎনীঃ

সুনানে দারাকুৎনী হাদীছ শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত সংকলন। অথচ এমন একটি গ্রন্থ মুদ্রিত না থাকায় ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত কষ্ট করে উহার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তার দ্বারা উপকৃত হতেন। সেকারণ আযীমাবাদী চড়া দামে সুনানে দারাকুৎনীর একটি পাণ্ডুলিপি ক্রয় করেন। অতঃপর বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭হিঃ/১৮৩২-৯০খৃঃ) এবং শায়খ রফীউদ্দীন শুকরানবীর (মৃঃ ১৩৩৮) কাছে সংরক্ষিত সুনানে দারাকুৎনীর আরো দু'টি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তার ক্রীত কপির সাথে মিলিয়ে একটি বিশুদ্ধ কপি প্রস্তুত করেন। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনীও সংযোজন করেন।[৬৬] আযীমাবাদী বলেন,

هذه تعليقات شتى علقتها على السنن للإمام على بن عمر بن أحمد الدارقطني وقت مطالعة ذلك الكتاب المبارك، اكتفى فيها على تنقيد بعض أحاديثه وبيان علله، وكشف بعض مطالبه على سبيل الإيجاز والاختصار، آخذاً من كتب هذا الفن المبارك، عسى الله أن ينفع بها من يريد مطالعته، أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصا لوجهه ويدخرها ذخيرة لعاقبتي.

'ইমাম আলী বিন ওমর বিন আহমাদ আদ-দারাকুৎনী (রহঃ)-এর বরকতময় সুনান গ্রন্থটি অধ্যয়নকালে আমি উহার এই টীকা-টিপ্পনীগুলি রচনা করেছি। এই বরকতময় শাস্ত্র তথা হাদীছ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর আলোকে আমি উক্ত গ্রন্থটির কতিপয় হাদীছের সমালোচনা করা, উহার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা এবং সংক্ষিপ্তাকারে উহার কতিপয় উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা যথেষ্ট মনে করেছি। আশা করা যায় আল্লাহ এর দ্বারা অধ্যয়নকারীর উপকার সাধন করবেন। আল্লাহ যেন এটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করেন এবং আমার (পরকালীন) ফলাফলের জন্য সঞ্চিত ধন রূপে জমা করে রাখেন'।[৬৭]

সুনানে দারাকুৎনীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে আযীমাবাদীর উক্ত গ্রন্থটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। তাই বর্তমানকালের মুহাদ্দিছগণ এই গ্রন্থটিকে বিশেষ যত্ন ও গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করে থাকেন।[৬৮]

এ গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. গ্রন্থটির শুরুতে গ্রন্থকার তিনটি পরিচ্ছেদ সম্বলিত একটি মূল্যবান ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। ১ম পরিচ্ছেদে ইমাম দারাকুৎনী (রহঃ)-এর জীবনী, ২য় পরিচ্ছেদে ইমাম দারাকুৎনী থেকে সুনানে দারাকুৎনী যে সকল রাবী বর্ণনা করেছেন তাদের ও উহার বিভিন্ন কপির মধ্যে বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে এবং ৩য় পরিচ্ছেদে টীকাকার আযীমাবাদী হ'তে ইমাম দারাকুৎনী পর্যন্ত সুনানে দারাকুৎনীর সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৬৯]

২. এতে তিনি সনদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখপূর্বক হাদীছের তাখরীজ করেছেন এবং সনদে উল্লেখিত রাবীদের সম্পর্কে সমালোচক মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য পেশ করেছেন। এসব ক্ষেত্রে জা'রহ-তা'দীল (হাদীছ সমালোচনা শাস্ত্র), আসমাউর রিজাল, ত্বাবাকাতুর রুওয়াত (রাবীদের স্তর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী), ইতিহাস ও সীরাহ-এর প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছেন।

৩. হাদীছের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২)-এর বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' থেকে সংকলন করেছেন এবং বিস্তারিত জানার জন্য পাঠককে হাদীছের অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

৪. তিনি বর্ণনাকারীগণের নাম অথবা দুর্বোধ্য শব্দাবলীর হরকত প্রদান করেছেন। যেমন- 'পবিত্রতা' অধ্যায়ের ৮নং হাদীছে উল্লেখিত الدربى শব্দের হরকত প্রদান করতে গিয়ে বলেন, وهو بفتح الدال المهملة وسكون الراء وفى آخرها باء موحدة– 'শব্দটির নুকতাবিহীন 'দাল' বর্ণটি যবর, 'রা' বর্ণটি সাকিন এবং শেষে এক নুকতাওয়ালা 'বা' বর্ণটি রয়েছে'। অনুরূপভাবে একই অধ্যায়ের ৪নং হাদীছের الحديثة শব্দের হরকত দিতে গিয়ে বলেন, بفتح الحاء اسم موضع 'হা' বর্ণে যবর। একটি স্থানের নাম'।[৭০]

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৬৬. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১০৫-১০৭।*

৬৭. *শামসুল হক আযীমাবাদী, আত-তা'লীকুল মুগনী আলাদ-দারাকুৎনী (বৈরুতঃ আলামুল কুতুব, ৩য় সংস্করণঃ ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭।*

৬৮. *ডঃ মুহাম্মাদ ইকরামুল ইসলাম, ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন উমার আদ-দারাকুতনীঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃঃ ১৫৬।*

৬৯. *আত-তা'লীকুল মুগনী ১/৭-১২।*

৭০. *ঐ, ১/১৬।*

৫. টীকা- টিপ্পনীর ক্ষেত্রে তিনি সুনানে দারাকুৎনীর কতিপয় ইবারত উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩১০ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে দু'খণ্ডে (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৪) এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৮৬হিঃ/১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে কায়রোর 'দারুল মাহাসিন' প্রকাশনী থেকে ২য় সংস্করণ[৭১] এবং বৈরুতের 'আলামুল কুতুব' প্রকাশনী থেকে ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ১ম দু'খণ্ডের ৩য় সংস্করণ এবং ১৪০৬হিঃ/১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৪. ই'লামু আহলিল আছর বিআহকামি রাক'আতায়িল ফাজরঃ

এ গ্রন্থে তিনি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত, আদায়ের সময়, পঠিতব্য সূরা, এতে ক্বিরাআত জোরে না আস্তে, তা আদায় করার পর শোয়া সুন্নাত, ফজরের ফরয ছালাতের পর কথা বলা ও পঠিতব্য দো'আয়ে মাছূরা, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত ফজরের পর নফল ছালাত আদায় মাকরূহ, ইক্বামত দেয়ার পর মুক্তাদীর ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত শুরু করা মাকরূহ, ছালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়, যে ব্যক্তি ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে পারেনি সে ফরয ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে তা আদায় করতে পারবে কি-না, সুন্নাত ও নফল ছালাত কাযা করা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন।

এ গ্রন্থে লেখক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে- প্রত্যেক অনুচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীছ ও আছারসমূহ উল্লেখ করে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীছের ভাষ্যকার ও মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য পেশ করেছেন। অতঃপর সেগুলি পর্যালোচনা করে সবচেয়ে শক্তিশালী ও দলীলের নিকটবর্তী মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে বিরোধীরা যেসব হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করেছেন সেগুলির যথোচিত সমালোচনা করেছেন, হাদীছগুলি ছহীহ কি-না যঈফ তা বর্ণনা করেছেন। সনদে কোন দুর্বল, মিথ্যুক বা মিথ্যার দোষে দুষ্ট রাবী থাকলে তা উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যাপারে হাদীছ সমালোচনা বিশারদদের মতামত উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থটিতে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর লেখক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে পারেনি, সে ফরয ছালাতের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে তা আদায় করে নিবে। আর যে সূর্যোদয়ের পূর্বে আদায় করতে পারেনি, সে সূর্যোদয়ের পর আদায় করবে। 'সুন্নাত কাযা করা যায় না' বলে যেন তা ছেড়ে না দেয়।

গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী বলেন, 'এটি স্নেহধন্য শামসুল হকের এক অনন্য কীর্তি। এতে তিনি দলীলের আলোকে ফজরের সুন্নাত ছালাতের আদব এবং তৎসংশ্লিষ্ট দশটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যা দর্শনে চক্ষু শীতল এবং আত্মা প্রফুল্ল হয়'। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৩০৬ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে এবং ২য় সংস্করণ লায়েলপুর, পাকিস্তানের 'ইদারাতুল উলূম আল-আছারিয়া' থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. আল-আকওয়ালুছ ছহীহাহ ফী আহকামিন নাসীকাহ (ফার্সী)ঃ

এ গ্রন্থে কুরআন-হাদীছের আলোকে আক্বীকা ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসায়েল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দিল্লীর 'ফারূকী প্রেস' থেকে ১২৯৭ হিজরীতে এটি প্রকাশিত হয়।

৬. আত-তাহকীকাতুল উলা বিইছবাতি ফারযিইয়াতিল জুম'আহ ফিল কুরা (উর্দূ)ঃ এ গ্রন্থে তিনি গ্রামে জুম'আর ছালাতের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয় কি-না, হানাফী বিদ্বানদের গ্রন্থাবলীতে জুম'আ আদায়ের জন্য যে শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি কি ছহীহ হাদীছ থেকে গৃহীত? জুম'আর ছালাত আদায়ের পর অনেকে যোহরের ছালাত আদায় করে, এটা জায়েয কি-না এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এটি পাটনার 'আহমাদী প্রেস' থেকে ১৩০৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৭. তা'লীকাত আলা 'ইস'আফিল মুবাত্ত্বা'ঃ জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১) রচিত 'ইস'আফুল মুবাত্ত্বা বিরিজালিল মুওয়াত্ত্বা' গ্রন্থের এটি সংক্ষিপ্ত টীকা। আযীমাবাদী কৃত টীকাসহ মূল গ্রন্থটি দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে ১৩২০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৮. রাফউল ইলতিবাস আন বা'যিন নাসঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) তার ছহীহ বুখারীর ২৪ জায়গায় وقال بعض الناس। (কতিপয় লোক বলেছেন) বলে কিছু মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সমালোচনা করেছেন। এর প্রত্যুত্তরেই জনৈক হানাফী আলেম 'বা'যুন নাস ফীদাফয়িল ওয়াসওয়াস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এতে তিনি হানাফী মাযহাবের তাকলীদ করতে গিয়ে প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরে গেছেন। তাই এ গ্রন্থের জবাব দানের জন্য আযীমাবাদী উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে তিনি দলীল-প্রমাণের আলোকে ইমাম বুখারীর বর্ণিত মাসআলাগুলি বিবৃত করেছেন। দিল্লীর 'মোস্তফাঈ প্রেস' থেকে ১৩১১ হিজরীতে এর ১ম সংস্করণ, মুলতানের 'শামসিয়া প্রেস' থেকে ১৩৫৮ হিজরীতে ২য় সংস্করণ এবং বেনারসের জামে'আ সালাফিয়া থেকে ১৩৯৬ হিঃ/১৯৭৬ সালে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৯. উকূদুল জুমান ফী জাওয়াযে তা'লীমিল কিতাবাহ লিন নিসওয়ান (ফার্সী)ঃ মহিলারা জ্ঞানার্জন করতে পারবে কি-না এ প্রশ্নের জবাব দান করা হয়েছে এ গ্রন্থে। ১৩১১ হিজরীতে দিল্লীর 'ফারূকী প্রেস' থেকে 'বুলূগুল মারাম' এর বিখ্যাত ভাষ্য 'সুবুলুস সালাম'-এর শেষে এবং এর আরবী অনুবাদ ১৩৮১হিঃ/১৯৬১ সালে দামেশকের

৭১. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১১১-১২।*

'আল-মাকতাবুল ইসলামী' থেকে প্রকাশিত হয়।

১০. **ফাতাওয়া রাদ্দে তা'যিয়াদারী (উর্দূ)ঃ** তা'যিয়া নির্মাণ কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত কি-না? তওবা করার পর যদি কেউ এরূপ কর্ম সম্পাদন করে তবে তার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি? যেসব হানাফী তা'যিয়া প্রস্তুতকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, তাদেরকে ভালবাসে, তাদের সাথে শোক ও আনন্দ প্রকাশে অংশগ্রহণ করে এবং তাদেরকে তাদের জঘন্য কাজ থেকে নিষেধ করে না, তাদের ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে? এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে উক্ত গ্রন্থে। বেনারসের 'মাতবা'আতু সাঈদ আল-মাতাবে' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশ সন অনুল্লিখিত।

১১. **আল-কাওলুল মুহাক্কাক (ফার্সী)ঃ** জন্তু খাসী করা শরীয়তে জায়েয আছে কি-না এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে ছোট্ট এই পুস্তিকাটিতে। ১৩০৬ হিজরীতে অপরাপর কয়েকটি গ্রন্থের সাথে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

১২. **আল-কালামুল মুবীন ফিল জাহরি বিত-তামীন ওয়ার রাদ্দি আলাল 'কাওলিল মাতীন' (উর্দূ)ঃ** এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ আলী মির্যাপুরী আমীন আস্তে বলার স্বপক্ষে 'আল-কাওলুল মাতীন ফী ইখফায়িত তামীন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আযীমাবাদী মির্যাপুরীর গ্রন্থে উল্লেখিত সকল দলীলের প্রত্যুত্তর প্রদান করে আমীন জোরে বলা প্রমাণ করেন। ১৩০৩ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৩. **আল-মাকতূবুল লাতীফ ইলাল মুহাদ্দিছ আশ-শারীফঃ** এ গ্রন্থে তিনি 'ইজাযা' (সনদ) বিশেষ করে 'ইজাযা আম্মাহ' এর প্রকার, এর শুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মতপার্থক্য, দলীল-প্রমাণ, যে সমস্ত মুহাদ্দিছ 'ইজাযা আম্মাহ' প্রদান করেছেন তাদের জীবনী প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করে শেষের দিকে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীকে 'ইজাযা' সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন করেছেন। অন্যান্য পাঁচটি পুস্তিকার সাথে ১৩১৪ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

১৪. **হিদায়াতুন নাজদায়ন ইলা হুকমিল মু'আনাকা ওয়াল মুছাফাহা বা'দাল ঈদায়ন (উর্দূ)ঃ** ঈদের ছালাতের পর মুছাফাহ ও মু'আনাকা (কোলাকুলি) করার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য কি? উভয়ের হুকুম কি একই? না এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে? এর সময় ও স্থান কি? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। পাটনার 'আহসানুল মাতাবি' থেকে এটি প্রকাশিত হয়। জীবনীকার মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেছেন।

১৫. **শুনয়াতুল আলমাঈঃ** হাদীছ ও উছূলে হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। তাবারানীর 'আল-মু'জামুছ ছাগীর' এর সাথে ১৩১১ হিজরীতে দিল্লীর 'আনছারী প্রেস' থেকে এবং ১৩৮৮হিঃ/ ১৯৬৮ সনে মদীনা মুনাউওয়ারার 'সালাফিয়া লাইব্রেরী' থেকে দ্বিতীয়বার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৬. **তুহফাতুল মুতাহাজ্জিদীন আল-আবরার ফী আখবারে ছালাতিল বিতর ওয়া কিয়ামে রামাযান আনিন নাবিইয়িল মুখতার (অপ্রকাশিত)ঃ** এতে তিনি বিতর ও তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছ ও আছারগুলিকে সংকলন করেছেন।

১৭. **তাযকিরাতুন নুবালা ফী তারাজুমিল ওলামা (ফার্সী, অপ্রকাশিত)ঃ** এ গ্রন্থে তিনি ভারতের বিশেষতঃ বিহার ও পাটনার ওলামায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা করেছেন।

১৮. **সীরাতে শায়খ মুহাদ্দিছ আব্দুল্লাহ ঝাউ ইলাহাবাদী (অপ্রকাশিত ও অপূর্ণাঙ্গ)ঃ** এ গ্রন্থে তিনি প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান আব্দুল্লাহ ঝাউ-এর জীবনী আলোচনা করেছেন।

১৯. **ফাযলুল বারী শারহু ছুলাছিয়াতিল বুখারী (অসম্পূর্ণ)ঃ** ছহীহ বুখারীতে পুনরুল্লেখ সহ ২২টি আর পুনরুল্লেখ ব্যতীত ১৬টি ছুলাছিয়াত হাদীছ রয়েছে। আযীমাবাদী এ সকল হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এ গ্রন্থে।

২০. **আন-নাজমুল ওয়াহ্হাজ ফী শরহে মুক্বাদ্দামাতিছ ছহীহ লিমুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ (অপ্রকাশিত)ঃ** ইমাম মুসলিম ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় হাদীছ শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আযীমাবাদী উক্ত গ্রন্থে 'মুক্বাদ্দামা মুসলিম'-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

২১. **নুখবাতুত তাওয়ারীখ (ফার্সী, অপ্রকাশিত)ঃ** এ গ্রন্থে তিনি আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা করেছেন।

২২. **আন-নূরুল লামে' ফী আখবারে ছালাতিল জুম'আ আনিল নাবিইয়িশ শাফি' (অপূর্ণাঙ্গ ও অপ্রকাশিত)ঃ** জুম'আর ছালাত সম্পর্কে যেসব হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সেগুলি এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

২৩. **নিহায়াতুর রুসূখ ফী মু'জামিশ শুয়ূখ (অপ্রকাশিত)ঃ** আযীমাবাদীর শিক্ষক এবং তার সনদের সিলসিলায় যে সমস্ত মনীষী আছেন তাদের জীবনী আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

২৪. **আল-বিজাযাহ ফিল ইজাযাহ (অপ্রকাশিত)ঃ** আযীমাবাদী তাঁর শিক্ষকদের কাছ থেকে যেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন অথবা শ্রবণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে বর্ণনার অনুমতি লাভ করেছেন সেসব গ্রন্থের সনদ বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

২৫. **হাদিইয়াতুল লাওযাঈ বিনিকাতিত তিরমিযী (অপ্রকাশিত)ঃ** ইমাম তিরমিযীর জীবনী, তাঁর শিক্ষক মণ্ডলী, তিরমিযীর ভাষ্যকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

২৬. **গায়াতুল বায়ান ফী হুকমি ইসতি'মালিল আনবার ওয়ায যা'আফরান।**

২৭. তা'লীকাত আলা সুনানিন নাসাঈ।

২৮. তাফরীহুল মুতাযাক্কিরীন ফী যিকরে কুতুবিল মুতাআখখেরীন।

২৯. তানকীহুল মাসায়েল (ফাতাওয়া সংকলন)।

৩০. আর-রিসালাহ ফিল-ফিক্বহ।[৭২]

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আযীমাবাদীঃ

১. আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী বলেন, 'তিনি এমন বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁর জন্য হিন্দুস্তান এখনও গর্ব করতে পারে। তিনি আজীবন ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। হাদীছের জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে সুদূর মদীনা, ইয়েমেন এবং নাজদ থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসত। হাদীছে সুনানে আবূদাঊদের উৎকৃষ্ট শরাহ তিনি লিখেন। এ শরাহ পাঠ করে আরব-আজমের যবান থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য নির্গত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে'।[৭৩]

২. জীবনীকার মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী বলেন,

كان رحمه الله جامعا بين العلوم العقلية والأدبية والدينية، متضلعا منها، ذا بصرتام بها، ولاسيما بعلم الحديث، فقد كان واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجالهما، قادرا على التمييز بين صحاح الأسانيد من ضعافها، يعرف المحفوظ، والمعلل، والشاذ، والمنقطع، والناسخ، والمنسوخ، والراجح، والمرجوح، وغيرها من أنواع الحديث كلها. قل من يدانيه فى معرفة أسماء الرجال والجرح والتعديل والطبقات فى عصره، وقد كان عارفا بمعانى الحديث وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، له قدرة واسعة فى شرح الحديث وكشف معضلاته، يتكلم فى المواضع التى ربما تشكل على الباحثين والمحققين، وكذلك كان عارفا بالخلاف بين المذاهب مع أدلتها، صائب الرأى فى الأمور التى هى من معارك الآراء.

'শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয়কারী ছিলেন। এগুলিতে বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ ও পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। হাদীছের সনদ, মতন ও রিজাল শাস্ত্রে ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী, ছহীহ ও যঈফ সনদের মাঝে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম। তিনি মাহফূয, মু'আল্লাল, শায, মুনকাতি', নাসিখ-মানসূখ, প্রাধান্যযোগ্য ও প্রাধান্যদেয় ও হাদীছের অন্যান্য সকল প্রকার সম্পর্কে জানতেন। সমকালীন এমন আলেম কমই ছিল যিনি আসমাউর রিজাল, জারহ-তা'দীল ও তাবাকাত সম্পর্কে জ্ঞাতিতে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। হাদীছের মর্ম, ফিক্বহুল হাদীছ ও হাদীছ থেকে সূক্ষ্ম মাসআলা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন। হাদীছের ব্যাখ্যা ও দুর্বোধ্যতা নিরসনে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। তিনি এমন সব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন যা গবেষক ও মুহাদ্দিছগণের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। অনুরূপভাবে তিনি মাযহাবগুলির মতভেদ দলীলসহ জ্ঞাত ছিলেন। মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।[৭৪]

৩. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, من كبار محدثى الهند الذين قادوا حركة السنة والسلفية، وأحد نوابغ العصر ممن يشار إليه بالبنان. 'ভারতের বড় বড় মুহাদ্দিছ, যারা সুন্নাহ ও সালাফী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম এবং সমকালীন ঐ সমস্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের একজন যাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়'।[৭৫]

৪. ডঃ মুহাম্মাদ ইসহাক তাঁর পি-এইচ.ডি থিসিসে আযীমাবাদী সহ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কয়েকজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ছাত্রের নামোল্লেখ করার পর বলেন, 'এঁরা সকলে হাদীছ শাস্ত্রের প্রসারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁদের শত শত ছাত্রদেরকেও এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সারা ভারতে প্রেরণ করেছিলেন' (who dedicated their lives for the spread of Hadith learning and who sent out hundreds of their own pupils all over India).[৭৬]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, হিজরী ত্রয়োদশ শতকের খ্যাতনামা ভারতীয় মুহাদ্দিছ ছিলেন আযীমাবাদী। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর নিরলস অনুশীলন ও সাধনা নিরুপমেয়। হাদীছের সনদ, মতন, আসমাউর রিজাল, জারহ-তা'দীল প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর মনীষার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতে হাদীছ শাস্ত্র প্রচার-প্রসারের অন্যতম দিকপাল। আমৃত্যু সুন্নাহর খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত করে হাদীছ শাস্ত্রের দিগ্বলয়ে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন তিনি। হাদীছ শাস্ত্রের এই মহীরুহ আহলেহাদীছ জামা'আতের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন অনন্তকাল। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন! আমীন!!

---

৭২. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৭১-২৩০।*

৭৩. *আবুল হাসানাত আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র, মূলঃ হিন্দুস্তান কী কাদীম ইসলামী দরসগাহেঁ, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ৪৯।*

৭৪. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৪৫।*

৭৫. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১২৫।*

৭৬. *Dr. Muhammad Ishaq, India's Contribution to the Study of Hadith Literature (Dhaka: Islmic Foundation Bangladesh, 3rd edition 1995), p. 175.*